গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moca.gov.bd

বিষয় : ২৪ মে দিনটিকে 'বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে জাতীয় কবি নজরুলের আগমন দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব কে এম খালিদ, এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
তারিখ ও সময়	:	২০ আগস্ট ২০২৩, বেলা ১১:০০ ঘটিকা
উপস্থিত	:	উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' দেখানো হলো।

সভাপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপনসহ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি অদ্যকার সভার পটভূমির বিষয়ে আলোকপাত করে জানান যে, ১১ জ্যৈষ্ঠ কে 'নজরুল জয়ন্তী' হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে দিবস/উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক পরিপত্রে ক শ্রেণির দিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অত:পর সভাপতি ২৪ মে দিনটিকে 'বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে জাতীয় কবি নজরুলের আগমন দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপনের বিষয়ে উপস্থিত সকলকে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন যে, ২৪ মে দিনটিকে 'বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে জাতীয় কবি নজরুলের আগমন দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপন করা যেতে পারে।

০২। সভাপতির অনুমতিক্রমে কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক জানান যে, কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশ জাতীয় কবি হিসেবে বরণের লক্ষ্যে, জাতির পিতা নব-অভ্যুদিত-স্বাধীন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সম্মত করিয়ে কোলকাতায় পুত্রের সাথে বসবাসরত বাকশক্তিহীন কবিকে ২৪ মে ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। জাতির পিতা কর্তৃক ঐ সময়ে শুধু শারীরিকভাবে জীবিত সৃজনশক্তিহীন নজরুলকে বাংলাদেশে আনয়ন গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। জাতির পিতা তাঁকে বাংলাদেশে আনয়ন করে ঢাকা মহানগরীর আবাসিক এলাকা ধানমন্ডিতে কবি ভবনে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বসবাসের ব্যবস্থা করেন।

০৩। তিনি সভায় আরো জানান যে, বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নজরুলের জন্ম হলেও নজরুলের সৃষ্টি সংরক্ষণে সেখানকার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নানা আইনী সীমাবদ্ধতার কারণে 'অপর্যাপ্ত'। 'কবি নজরুল ইনস্টিটিউট' নজরুলের সমুদয় সৃষ্টি সংগ্রহ করার দাবি করতে না পারলেও বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে তাঁর আগমন না হলে তাঁর সৃষ্টির অনেক কিছুই হারিয়ে যাবার আশংকা ছিল। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী সিদ্ধান্তই তাঁর সৃষ্টি সংগ্রহ ও সংরক্ষণকে সুনিশ্চিত করেছে। বস্তুতপক্ষে তিনি নজরুলকে বাংলাদেশে না নিয়ে আসলে বাংলা সাহিত্য তাঁর অবদানের এমন সর্বতোমুখী মূল্যায়নও অনিশ্চিত হয়ে পড়ত। সেদিক দিয়ে ২৪ মে ১৯৭২ তারিখে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে নজরুলের আগমনের দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

০৪। অত:পর সভায় ২৪ মে 'বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে জাতীয় কবি নজরুলের আগমন দিনটিকে' জাতীয় দিবস ঘোষণা করার লক্ষ্যে সভায় আলোচনাক্রমে সকলেই একমত পোষণ করেন। সভার বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

২৪ মে তারিখ 'বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে জাতীয় কবি নজরুলের আগমন দিবস' হিসেবে ঘোষণার বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

০২। সভার আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

22.6.২৩

কে এম খালিদ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়